প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে
বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ অস্ট্রেলিয়া'র নেতৃবৃন্দের মতবিনিময়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে আওয়ামীলীগ অস্ট্রেলিয়া'র নেতৃবৃন্দ মতবিনিময় করছেন - ছবি: বাসস

পি এস চুন্নু, সিডনি, অস্ট্রেলিয়া: গত ২৯ অক্টোবর, শনিবার বিকাল ৪টায় পার্থ প্যান প্যাসিফিক হোটেলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ অস্ট্রেলিয়া'র সভাপতি ব্যারিস্টার সিরাজুল হক ও পি এস চুন্নু'র নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

প্রথমে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ অস্ট্রেলিয়া'র পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে লাল গোলাপ শুভেচ্ছা জানানো হয়। এরপর ৭৫'এর ১৫ আগষ্টে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যসহ অন্যান্য সকলের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট দাড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়।

আওয়ামীলীগ অস্ট্রেলিয়া'র সাধারণ সম্পাদক পি এস চুন্নু প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামীলীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সাথে প্রতিনিধি দলের সকলকে পরিচয় করিয়ে দেন।

১/১১এর সময় শেখ হাসিনার গ্রেফতারের পর তার মুক্তি , অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্টানের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ অস্ট্রেলিয়া'র সাহসী ভুমিকার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামীলীগের সদস্যসহ অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী সকলকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

মতবিনিময়কালে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ প্রবাসীদের ভোটাধিকার, দেশে বিনিয়োগের নিরাপত্তা, বিমানবন্দরে প্রবাসীদের অযথা হয়রানি বন্ধসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন, নারী শিক্ষা, খাদ্য, নিরাপত্তা, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, কৃষি ও স্বাস্থ্যখাতে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড কমনওয়েলথ সম্মেলনে গৃহীত হযেছে। এটা দেশের জন্য বড় অর্জন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশের জন্য ভালো খবর হলো, আমরা যখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করেছি, তখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবী উঠছে। কমনওয়েলথ সম্মেলনেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

শেখ হাসিনা অভিযোগ করেছেন, দেশে দেশে যখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবী উঠছে , তখন বিরোধিদলীয় নেতা খালেদা জিয়া যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষা করতে দেশে আন্দোলন শুরু করেছেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হউক তা তিনি চান না। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন,দেশের মানুষের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতেই তার সরকার যুদ্ধাপরাদীদের বিচার শুরু করেছে, এবং যত দ্রুত সম্ভব শেষও করবে।

তিনি আরও বলেন, আমাদের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধে যেসব বিদেশী নাগরিক ভূমিকা রেখেছিলেন,তাদের আমরা খুজে খুজে বের করছি। তাদের যথার্থ মূল্যায়নও শ্রদ্ধা জানাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার। তাদের খুজে বের করতে প্রবাসী বাঙালিরা আমাদের সরকারকে সহযোগিতা করছে। এজন্য আমি তাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিশন ২০২১ এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে ডিজিটাল দেশে পরিণত করার জন্য প্রবাসী সকল বাংলাদেশীদের সহযোগিতা কামনা করেন। নতুনভাবে প্রবাসী কল্যান ব্যাংক চালুর কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে প্রবাসীরা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক খাতে বিনিয়োগ করতে পারে। দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে আন্তরিকতা ও সততার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য সকল প্রবাসীদের প্রতি তিনি উদাত্ত আহবান জানান।

প্রধানমন্ত্রীর সাথে সকলকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন আওয়ামীলীগ অস্ট্রেলিয়ার সাধারণ সম্পাদক পি এস চুন্নু

আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, দেশকে দারিদ্র ও নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে বর্তমান সরকার সফল হবে বলে তারা বিশ্বাস করেন। তারা প্রধানমন্ত্রীর দূরদৃষ্টি , গতিশীল নেতৃত্ব ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার সাফল্যের প্রশংসা করেন।

এ প্রতিনিধিদলে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ অস্ট্রেলিয়া'র সিনিয়র জয়েন্ট সেক্রেটারী গিয়াস উদ্দিন মোল্লা, সাংগাঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আলী শিকদার, সহ-সভাপতি গাউসুল আলম শাহজাদা, পার্থ আওয়ামীলীগের সভাপতি ড. রইসউদ্দিন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক বদরুল আলম বিপ্লব, সহ-সভাপতি তারিকুল ইসলাম, জয়েন্ট সেক্রেটারী জি এম আলম,বঙ্গবন্ধু পরিষদ পার্থ-এর সাধারন সম্পাদক সঞ্জয় ধর, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ অস্ট্রেলিয়া'র সাধারণ সম্পাদক অপু সারোয়ার, কার্যকরী সদস্য মাহবুবুর রহমান রতন ও ছোট্ট সোনামনি নাঈমা প্রমুখ।